স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৪

কেজি শ্রেণি

(গ্রুপ: ফজর)

নাম :

শ্রেণি:

শিফট :

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অভিভাবক,

স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির রমাদান কার্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন প্রতিদিন অন্তত ৫/১০ মিনিট আপনি আপনার সন্তানের সাথে ব্যয় করে তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ ও লেখাগুলো নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন।

- প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট দিনের লেখাটি আপনার সন্তানকে পড়ে শোনাবেন। সংশ্লিষ্ট দিনের উল্লেখিত কাজটি তাকে বুঝিয়ে দিবেন এবং তা ঠিকমতো করেছে কি না খেয়াল রাখবেন। কাজ শেষ হলে এটি আপনার কাছে তুলে রাখবেন।
- এক দিনে একাধিক দিনের কাজ করতে দিবেন না। এতে সে সবর করতে শিখবে ইনশাআল্লাহ। যে দিনের কাজ সে দিনে করবে এবং প্রত্যেকটি কাজ শেষ করে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া "মাশা-আল্লাহ কার্ড" একটি করে রঙ করবে। কাজ শেষ না হলে যেন রঙ না করে তা খেয়াল রাখবেন।

শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাবা-মা/অভিভাবক পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন ইনশা-আল্লাহ। যেমন, কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন, চিন্তা করার সুযোগ করে দিবেন ও শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে উত্তরগুলো লিখতে অনুপ্রেরনা দিবেন। তবে সরাসরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে সকলকে বিনীত অনুরোধ করছি। এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা বা অসুস্থ প্রতিযোগিতমূলক মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইন-শা-আল্লাহ।

ঈদের পর স্কুল খুললে পুরো এ্যাসাইনমেন্টটি ৩০শে এপ্রিল ২০২৩-এ অফিসে জমা দিবেন ইন-শা-আল্লাহ। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য থাকবে উপহার, ইনশা-আল্লাহ। সবাইকে রমাদানের শুভেচ্ছা!

প্রতিদিনের কাজগুলো করা হলে সেই দিনের মাশা-আল্লাহ কার্ডটি রং করব ইনশা-আল্লাহ। যেমন, প্রথম রমাদানের কাজটি করা হলে ১ নং মাশা-আল্লাহ কার্ডটি রং করব, দ্বিতীয় রমাদানের কাজ হয়ে গেলে ২ নং মাশা-আল্লাহ কার্ড ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

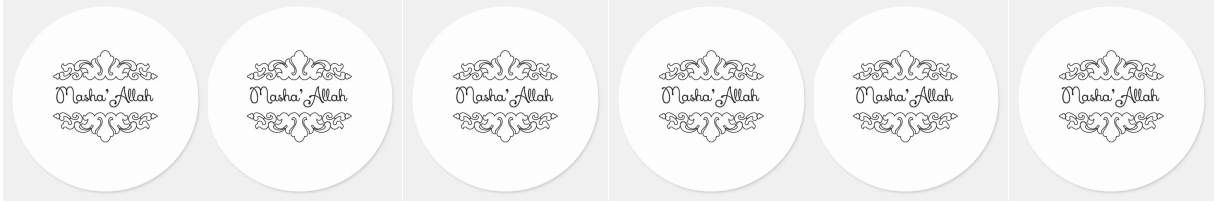

১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

১ রমাদান

রমাদান কী?

রমাদান একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে।

রমাদানে আমরা কী কী করি?

রমাদান মাসে আল্লাহ আমাদের সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুবহে সাদিক সময় থেকে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ফজরের শুরু থেকে থেকে মাগরিব পর্যন্ত আমরা খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকি। এ মাসে আমরা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এমন কাজগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে বেশি বেশি ভালো কাজের অভ্যাস করি। ভালো মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করি।

রামাদান মুবারাক!

নিচের ছবিটি রং করি।

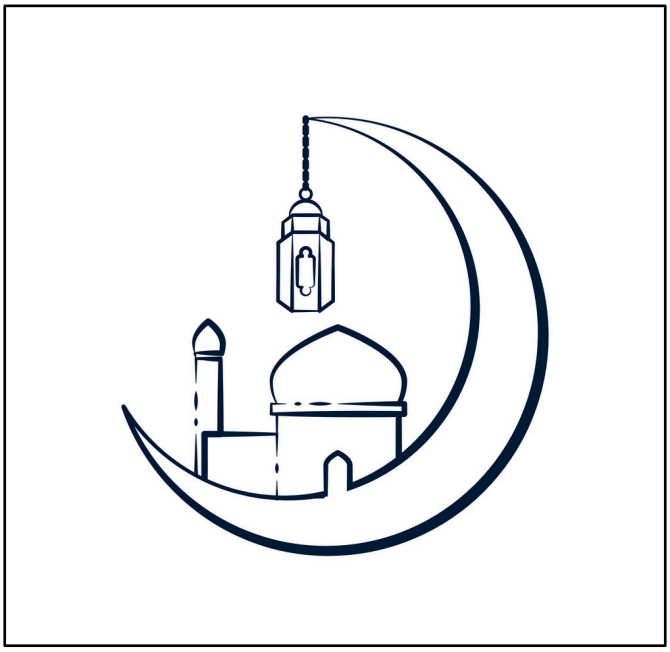

২ রমাদান

ফাতিহা শব্দের অর্থ হলো: ভূমিকা, আরম্ভ, শুরু ইত্যাদি। সুরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত হলো সাতটি। সম্পূর্ণ সুরা একসাথে নাজিল হওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম সুরা ফাতিহা নাযিল হয়েছে। সুরা ফাতিহাকে উম্মুল কোরআনও বলা হয়। কোরআনের সারমর্ম বলা হয় এ সুরাকে। এ সুরার প্রথম তিনটি আয়াতে আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় পাই। আর শেষ তিন আয়াতে আমরা পাই, কিভাবে আল্লাহর কাছে চাইবো বা প্রার্থনা করবো। বলা যায়, কুরআনের অবশিষ্ট সুরাগুলো সুরা ফাতিহার বিস্তৃত বর্ণনা।

সুরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের বাংলা অর্থগুলো বাবা-মা'র সাহায্য নিয়ে জেনে নিই ইন-শা-আল্লাহ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿۱﴾
اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۲﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ﴿۳﴾ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ﴿۴﴾ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ﴿۵﴾ اِهۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّيۡنَ ﴿۷﴾

(১) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) (২) যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (৩) যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (৭) তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন, যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

বাবা-মা অথবা অভিভাবকদের কাছ থেকে সূরা ফাতিহার অর্থ জেনে নিলে "মাশাআল্লাহ" কার্ডটি রং করবো, ইন-শা-আল্লাহ।

৩ রমাদান

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা'র অনেকগুলো গুণবাচক নামের মাঝে একটি হলো **আর-রহমান**, অর্থ: অতিশয় - মেহেরবান, অতি দয়ালু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

«لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ الوالدة بِوَلَدِهَا».

“মা তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দার উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।”

-[সহীহ বুখারী, ৭/৭৫]

নিচের লেখাগুলো রং করুন

Ar-Rahman

الرحمن

৪ রমাদান

নিচের ডটগুলো মিলিয়ে ছবি তৈরি করি

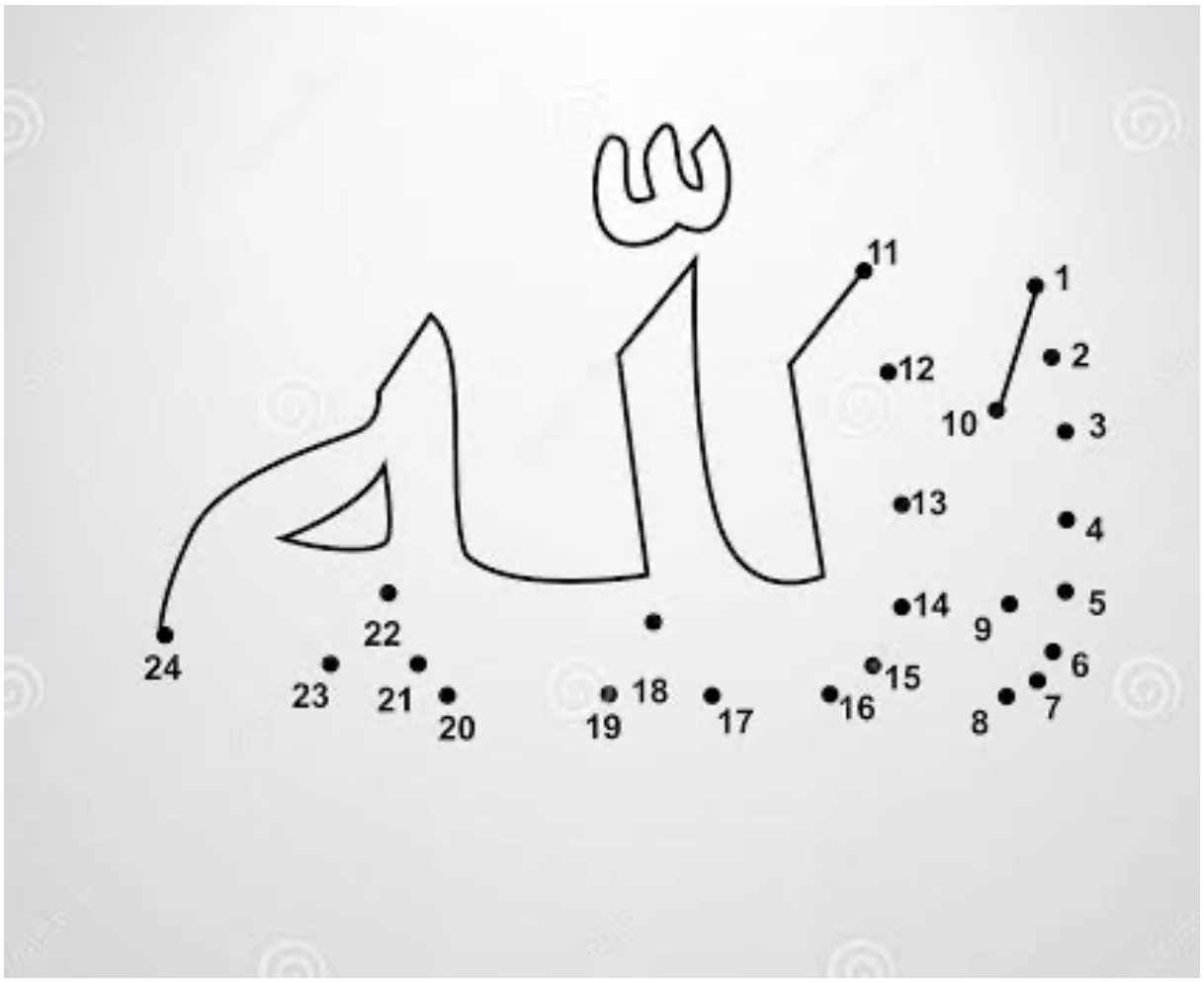

৫ রমাদান

প্রত্যেক মুসলিমকে দিনে পাঁচবার সলাত আদায় করতে হয়। সালাতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি। সলাত আদায় করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। সলাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়।

সূর্য ওঠার পূর্বে - ফজর সলাত

দুপুরে - যুহর সলাত

বিকালে - আসর সলাত

সন্ধ্যায় - মাগরিব সলাত

রাতে - এশা সলাত

দিনের কোন অংশে কোন সলাত **আমরা আদায় করি তা দাগ টেনে মিল করি।**

ফজর	বিকাল
যুহর	সন্ধ্যা
আসর	রাত
মাগরিব	দুপুর
এশা	সূর্য ওঠার পূর্বে

৬ রমাদান

অভিভাবক গণ শিক্ষার্থীদের নবীদের কাহিনী পড়ে শুনাবেন এবং শেষ দিন কাহিনী থেকে উত্তর খুঁজে নিতে সাহায্য করবেন ইন-শা-আল্লাহ।

নূহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)

আদম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) এর পর বহু বছর কেটে গেল। মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মূর্তি পূজা করতে লাগলো । আল্লাহ তাদের সংশোধন করার জন্য রাসূল পাঠালেন , তার নাম ছিল নূহ। নূহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ৯৫০ বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলতো উপহাস করত । তারা ছিল খুবই উদ্ধত এবং অত্যাচারী। কোনোভাবেই যখন তাদের সংশোধন হলো না তখন নূহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যেন আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন, যাতে তারা অন্য লোকদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে। আল্লাহ তখন তাকে একটি বড় নৌকা বানাতে বললেন। নৌকা বানাতে দেখে লোকেরা তাকে নানা ভাবে উপহাস করতে লাগলো। কারণ কাছে কোন সমুদ্র ছিল না, কি করবেন তিনি এই নৌকা দিয়ে? আল্লাহর কথা অনুযায়ী নূহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) সেই সব মানুষকে যারা আল্লাহর ইবাদত করত, এবং প্রতিটি প্রাণীর এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিলেন। আকাশে ঘন কালো মেঘ জমতে লাগল। শুরু হলো প্রবল ঝড় বৃষ্টি। মাটি থেকে পানি উঠতে শুরু করল। এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি হল ।প্রবল বন্যায় সবকিছু ডুবে গেল শুধু ভেসে রইল নৌকাটি। ভাসতে ভাসতে এক সময় সেটি জুদী পাহাড়ের চূড়ায় থামল। আল্লাহর আদেশে একসময় বৃষ্টি থেমে গেল যমিনের পানি শুকিয়ে গেল। আল্লাহর আদেশে নূহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ও তার বিশ্বাসী সাথীরা মাটিতে নেমে এলেন।

সব জন্তু-জানোয়ারও মাটিতে নামল। সবাই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

৭ রমাদান

ইব্রাহিম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)

ইব্রাহিম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তার জাতির লোকেরা মূর্তি পূজা করত। ইব্রাহিম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) তাদেরকে জানালেন যে তারা ভুল করছে এবং যিনি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা শুধু তারই ইবাদত করা উচিত। ইব্রাহিম তার জাতিকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্য তার জাতি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল । কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে আগুন শীতল হয়ে গেল এবং ইব্রাহিম সুস্থ অবস্থায় বের হয়ে আসলেন।

ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)

ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ছিলেন ইয়াকুব (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) এর ছেলে। ইয়াকুব (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) এর ১২ জন ছেলে ছিল এবং তিনি একজন নবী ছিলেন ইয়াকুব (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) কে অনেক ভালবাসতেন। একদিন রাতে ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) স্বপ্নে দেখলেন যে ১১ টি তারা এবং চাঁদ ,সূর্য তাকে সেজদা করছে। তিনি তার বাবাকে স্বপ্নের কথা জানালেন। ইয়াকুব (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) কে নিষেধ করেছিলেন এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে। আল্লাহ ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)কে অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৮ রমাদান

মূসা (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)

মূসা (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) এর জন্মের সময় মিশরের বাদশা ছিল ফেরাউন। সে ছিল অহংকারী এবং অত্যাচারী। বনি ইসরাইলকে সে দাস বানিয়ে রেখেছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত। বনি ইসরাইলদের জীবন কাটতো তখন ভয়ে এবং অনিশ্চয়তায়। এমনই এক সময়ে বনি ইসরাইলের ঘরে মূসা জন্মগ্রহণ করলেন। মূসাকে আল্লাহ কিছু নিদর্শন দান করেছিলেন। তার লাঠিটি আল্লাহর নির্দেশে সাপে পরিণত হতো।

সুলাইমান (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)

সুলাইমান (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ছিলেন দাউদ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) এর ছেলে। আল্লাহ বাতাসকে তার নির্দেশের অধীন করে দিয়েছিলেন এবং জিনদেরকে আল্লাহ তার বশীভূত করে দিয়েছিলেন। সুলাইমান (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) প্রাণীকুলের ভাষাও বুঝতে পারতেন। একদিন সুলাইমান (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) তার বাহিনী নিয়ে একটি পিঁপড়ার উপত্যকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি পিঁপড়া বলে উঠলো হে পিপড়া বাহিনী তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করো যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পায়ের নিচে পিষে না ফেলে। সুলাইমান (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) পিপড়ার কথা শুনে মৃদু হাসলেন।

৯ রমাদান

ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)

নিনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন ওই সময় ওই শহরের মানুষজন মূর্তি পূজা করত । ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) তাদেরকে মূর্তিপূজা না করতে বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো। কিন্তু তার দেশের লোকজন তার কথা শুনল না। তিনি অনেক বছর ধরে তাদেরকে আল্লাহর পথে ডেকেছিলেন কিন্তু তবুও তার লোকজন তার কথা শুনল না। তিনি লোকজনকে সাবধান করেছিলেন যদি তারা আল্লাহর কথা না শুনে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ভয়ানক আযাব দেবেন। এবং যখন দেখলেন কোনোভাবেই মানুষ আল্লাহর ইবা দত করছে না তখন তিনি রাগ করে সেই শহর থেকে চলে গেলেন এবং একটি জাহাজে উঠে গেলেন। ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) চলে যাবার পর ওই শহরের মানুষ আল্লাহর আযাব দেখতে পেল এবং তারা অনুতপ্ত হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলো। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। অন্য দিকে ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই শহর ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহ সমুদ্রের একটি তিমি মাছকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)কে খেয়ে ফেলার জন্য। যখন ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) তিমি মাছের পেটে ছিলেন তখন তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) পুনরায় ওই শহরে ফিরে গেলেন।

১০ রমাদান

মুহাম্মদ (ﷺ)

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন মুহাম্মদ ﷺ, আমরা তারই উম্মত। তিনি মক্কার কুরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমিনা। আল্লাহ তাকে আল কুরআন দিয়েছিলেন। কুরআন হলো আমাদের একমাত্র জীবন বিধান। কদরের রাতে আল কুরআন নাযিল হয়েছিল।

রঙ্গিন পেন্সিল দিয়ে সঠিক জোড়াটি মিলাই

আল্লাহ	মক্কা
সলাত	দান করা
যাকাত	পাঁচবার আদায় করা
সাওম	এক ও অদ্বিতীয়
হাজ্জ	রমাদান

নবীদের কাহিনী গুলো পড়ি এবং ছবির সাথে নাম মিলাই (দাগ টেনে):

সুলাইমান (আ:)

ইব্রাহিম (আ:)

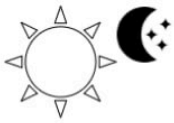

মুহাম্মদ (স:)

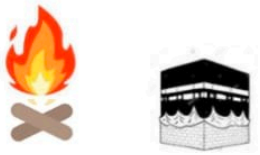

ইউসুফ (আ:)

নূহ (আ:)

মুসা (আ:)

ইউনুস (আ:)

১১ রমাদান

মানুষ হিসাবে আমাদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু চাই। আপনারা যারা ছোট তাদের হয়ত নতুন খেলনা চাই, চকোলেট চাই, বাবা-মায়ের সাথে ঘুরতে যেতে চাই। আর মুসলিম হিসাবে আমাদের সব চাওয়া আল্লাহর কাছে হতে হবে। যা চাই তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুয়া করতে হবে। মুমিন বান্দাদের দোয়া আল্লাহ সব সময় কবুল করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুই সময়ের দোয়া ফেরানো হয় না। আজানের সময়ের দোয়া আর বৃষ্টি বর্ষণের সময়ের দোয়া।' - (আবু দাউদ)
তাই বৃষ্টি দেখলে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব। আর বৃষ্টি দেখে ও একটি দুয়া বলতে হয়।

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান নাফিআ"

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এ বৃষ্টিকে প্রবহমান এবং উপকারী করে দাও -(নাসায়ি, হাদিস :

১৫২৩)

আমরা এই দুয়াটি মুখস্থ করবো ইন-শা-আল্লাহ।

১২ রমাদান

আল্লাহ মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয়। নবী-রাসূলরাও মানুষ, তাঁরা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ অনেক নবী পাঠিয়েছেন: আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام)। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

নিচের ছবিটি রং করি।

১৩ রমাদান

পবিত্র রমাদান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআন আল্লাহর কিতাব। মানবজাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হিদায়াত বা পথনির্দেশনা হল কুরআন। আমরা কী করব, কীভাবে চলব, কী করব না এসবকিছুর দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে এই আল-কুরআনে। আল-কুরআনে বর্ণিত দিক-নির্দেশনা এবং রাসূল ﷺ কর্তৃক দেখানো পথের উপর চলতে পারলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো ইন-শা-আল্লাহ্।

আল-কুরআন ২৩ বছরে মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল হয়। এতে ১১৪ টি সুরা আছে। প্রথম সুরার নাম আল-ফাতিহা, শেষ সুরা আন-নাস।

বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উওরে টিক চিহ্ন দেই।

১. কুরআন কত বছরে নাযিল হয়? - ২১ / ২৯ / ২৩ / ১২

২. কুরআনে মোট সুরার সংখ্যা কত? - ১১৪ / ১১১ / ৯০ / ১২৩

১৪ রমাদান

আল্লাহ আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। সেই সব নিয়ামত-এর কারণেই আমরা ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারছি। এই নিয়ামত গণনা করার সাধ্য কারো নেই। এইসব অগনিত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা মুসলিম হিসাবে আমাদের অবশ্যই কর্তব্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শুকরিয়া আদায়ে আল্লাহ খুশি হন।

আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই, তা আল্লাহর দেয়া অন্যতম এক নিয়ামত। তাই খাবার খাওয়ার পর তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কীভাবে করবো সেই দুয়াও আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّة

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়, ছিল না কোনো শক্তি-সামর্থ্য।

(আবূ দাউদ, নং ৪০২৫; তিরমিযী, নং ৩৪৫৮; ইবন মাজাহ, নং ৩২৮৫। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫৯।)

আমরা বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে দুয়াটি মুখস্থ করবো ইন-শা-আল্লাহ, **আর খাবারের পরে বলার অভ্যাস গড়ে তুলবো,** ইন-শা-আল্লাহ।

১৫ রমাদান

নবী করীম ﷺ তার বিভিন্ন কথা ও কাজে بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ) বলতেন; তাছাড়া তিনি যে কোন ভাল কাজে বিসমিল্লাহ বলার জন্য নির্দেশ দিতেন যেমন:

- খাবার খেতে -[বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম: ২০১৭, ২০২২]
- দরজা বন্ধ করতে, আলো নিভাতে, পাত্র ঢাকতে, পান-পাত্র বন্ধ করতে -[বুখারী ৩২৮০]
- ঘুমানোর সময় -[আবু দাউদ: ৫০৫৪]
- ঘর থেকে বের হতে -[আবু দাউদ: ৫০৯৫]
- চুক্তিপত্র/ বেচা-কেনা লিখার সময় -[সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৩২৮]
- চলার সময় হোঁচট খেলে -[মুসনাদে আহমাদ: ৫/৫৯]
- বাহনে উঠতে -[আবু দাউদ: ২৬০২]
- মসজিদে ঢুকতে -[ইবনে মাজাহ: ৭৭১, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৮৩]
- বাথরুমে প্রবেশ করতে -[ইবনে আবি শাইবাহ: ১/১১]
- হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে -[সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৭৯]
- যুদ্ধ শুরু করার সময় -[তিরমিযী: ১৭১৫]
- শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্যথা পেলে বা কেটে গেলে -[নাসায়ী: ৩১৪৯]
- ব্যথার স্থানে ঝাড়-ফুঁক দিতে -[মুসলিম: ২২০২]
- মৃতকে কবরে দিতে -[তিরমিযী: ১০৪৬]

উপরোক্ত কাজ গুলো বাবা/ মায়ের কাছে শুনে নিবো এবং নিজে প্রত্যাহিক জীবনে বিসমিল্লাহ্'র ব্যবহার করতে চেষ্টা করবো এবং অন্যদের-ও মনে করিয়ে দিবো ইন-শা-আল্লাহ।

১৬ রমাদান

বাবা-মার কথা না শুনলে আল্লাহ রাগ হন। বাবা-মাকে খুশি করলে আল্লাহ খুশি হন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি' (সুরা আন কাবুত, আয়াত: ৮)

আমাদের বাবা মায়ের জন্য নীচের দুয়াটি করব।

رَبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا

'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন; যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন'। (আল-কুরআন, আল-ইসরা: ২৪)

আজ বাবা-মা খুশি হবেন এমন কাজ করব। তাদের কাজে সাহায্য করব, তাদের সব কথা শুনব ইন-শা-আল্লাহ।

(বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে উপরের দোয়াটি মুখস্থ করার চেষ্টা করব ইন-শা-আল্লাহ)।

১৭ রমাদান

আব্দুল্লাহ সিয়াম পালন করেছে। সে বাবা-মায়ের সাথে ইফতার করতে বসেছে। ইফতারের টেবিলে কয় গ্লাস শরবত আছে? কয়টি খেজুর আছে? কত টুকরা তরমুজ আছে?
গণনা করি ও সর্বমোট সংখ্যাটি লিখি এবং রং করি।

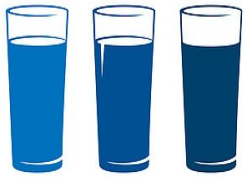	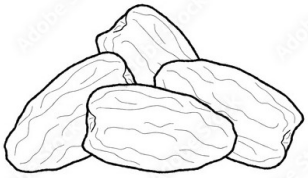	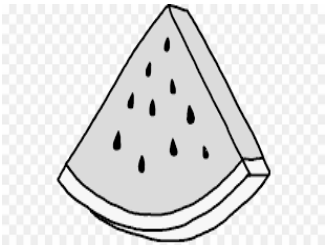	সর্বমোট সংখ্যা
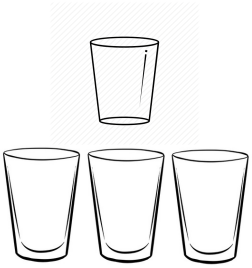	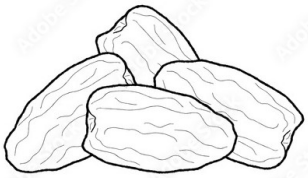	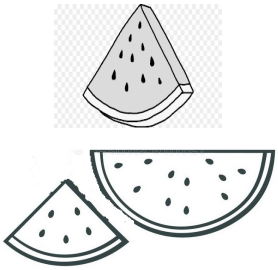	সর্বমোট সংখ্যা
	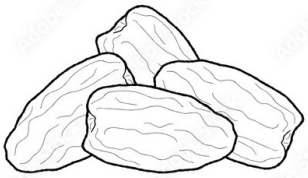	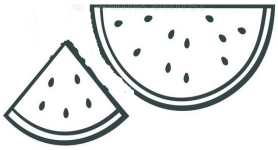	সর্বমোট সংখ্যা

১৮ রমাদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে, তার জন্য সিয়াম পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব থাকবে। কিন্তু এর ফলে সিয়াম পালনকারীর সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।

আজ বাবা-মাকে বলে যেকোনো একজনকে ইফতার করাব ইন-শা-আল্লাহ।

১৯ রমাদান

ব্যতিক্রম মানে অন্যদের থেকে আলাদা। নিচের ছবিগুলো থেকে প্রতিটি লাইনে ব্যতিক্রম ছবিটি খুঁজে বের করি ও গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি।

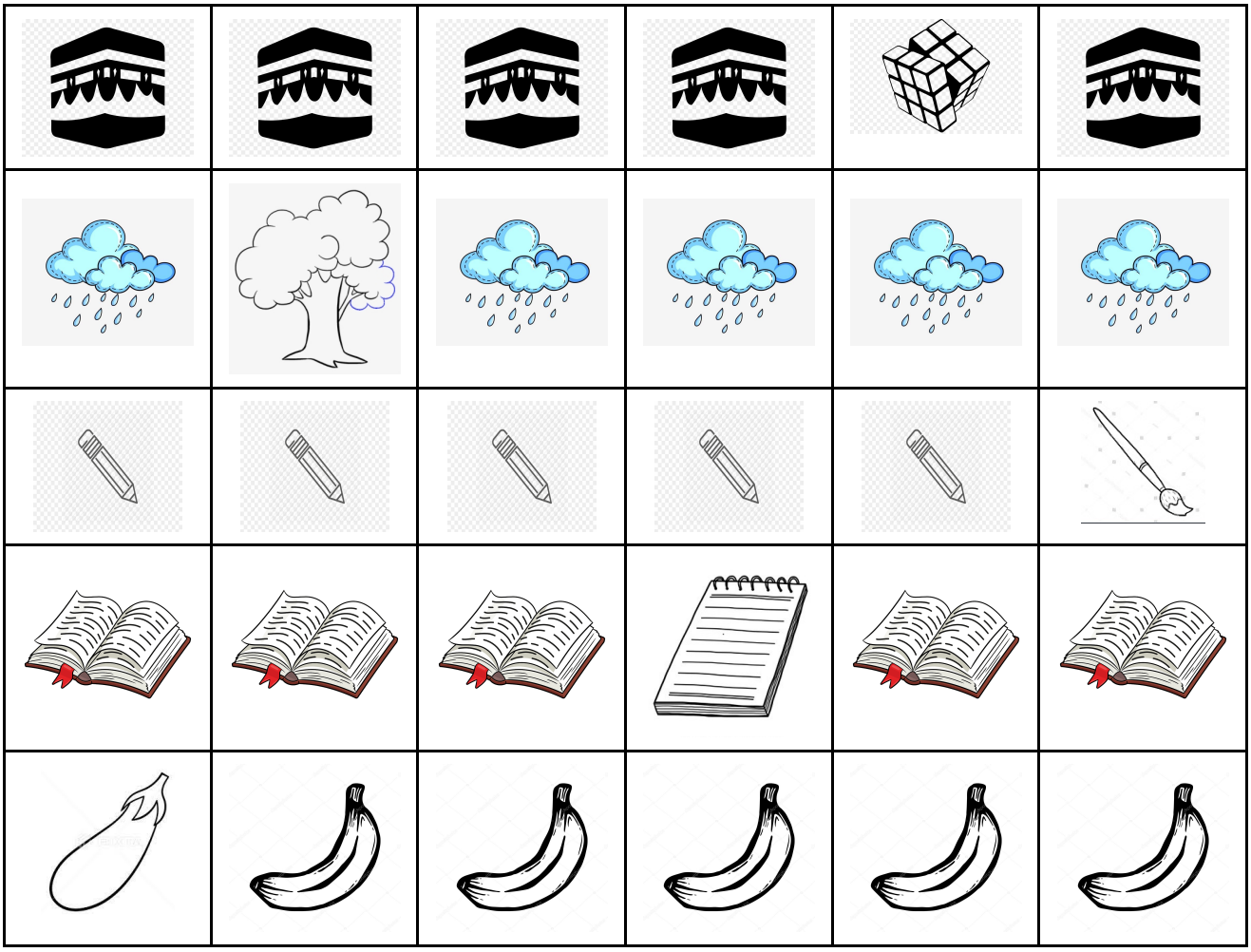

২০ রমাদান

ইসলামের ৫ টি স্তম্ভ রং করি

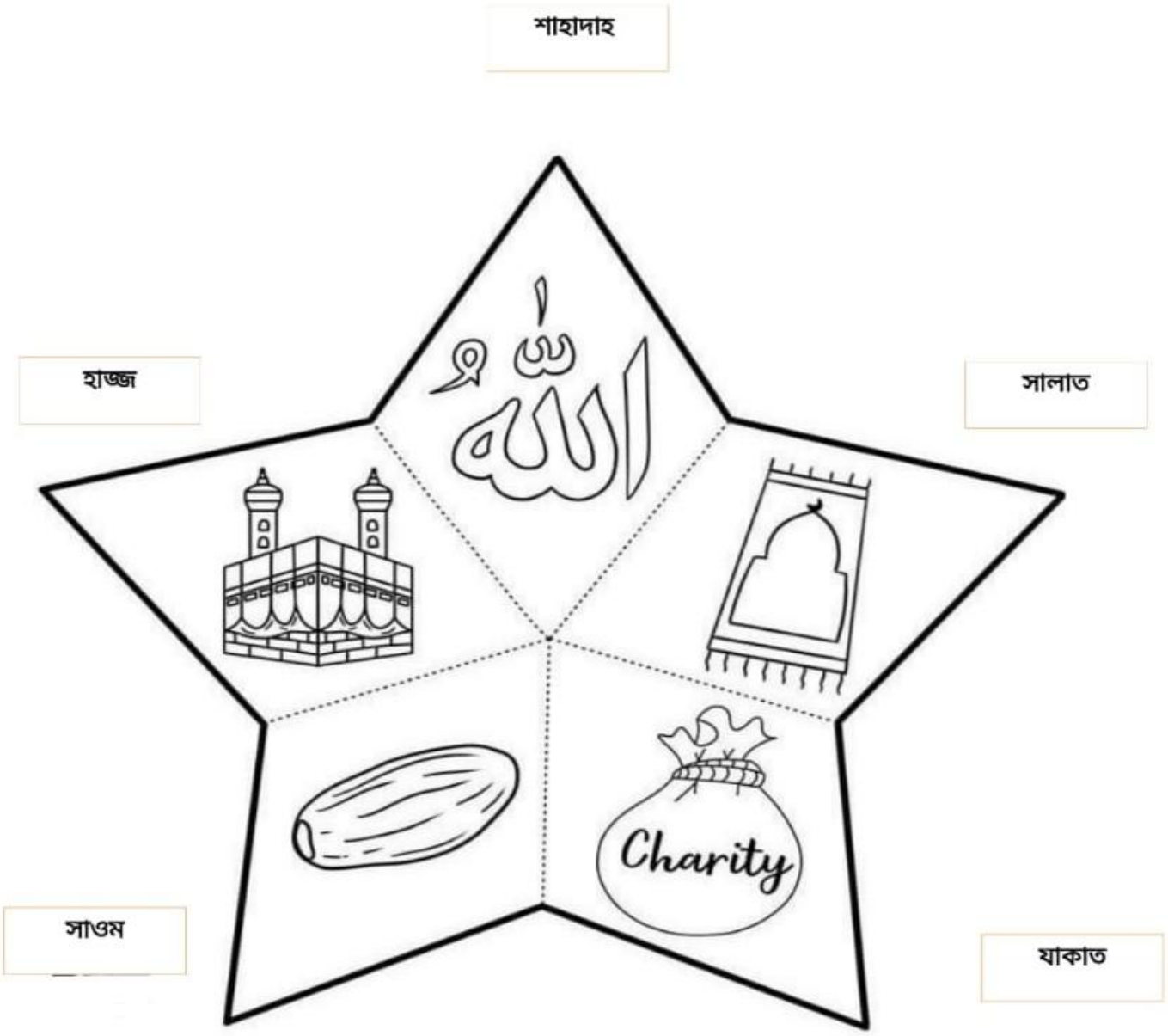

২১ রমাদান

নিচের ছবি দুইটিতে কিছু অমিল আছে, বাবা/মায়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করে গোল দাগ দেই।

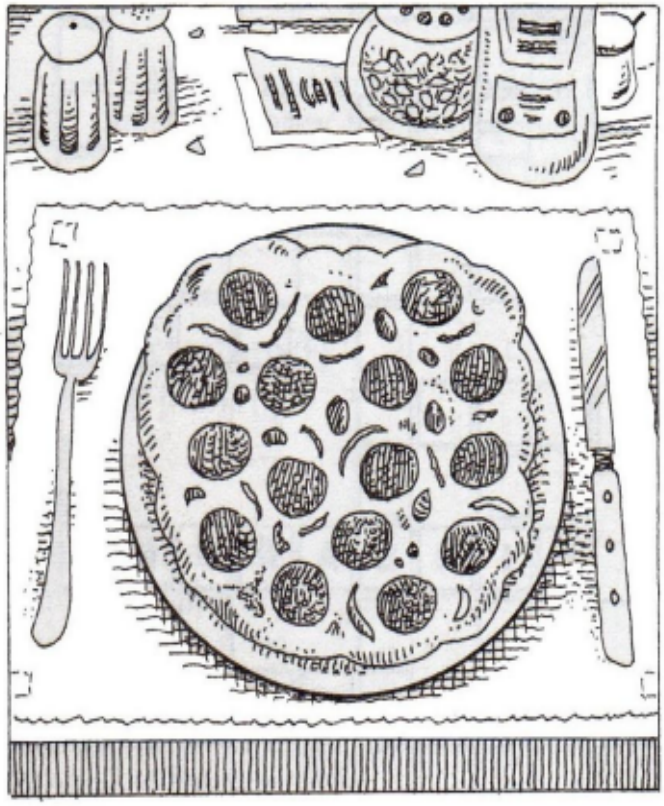

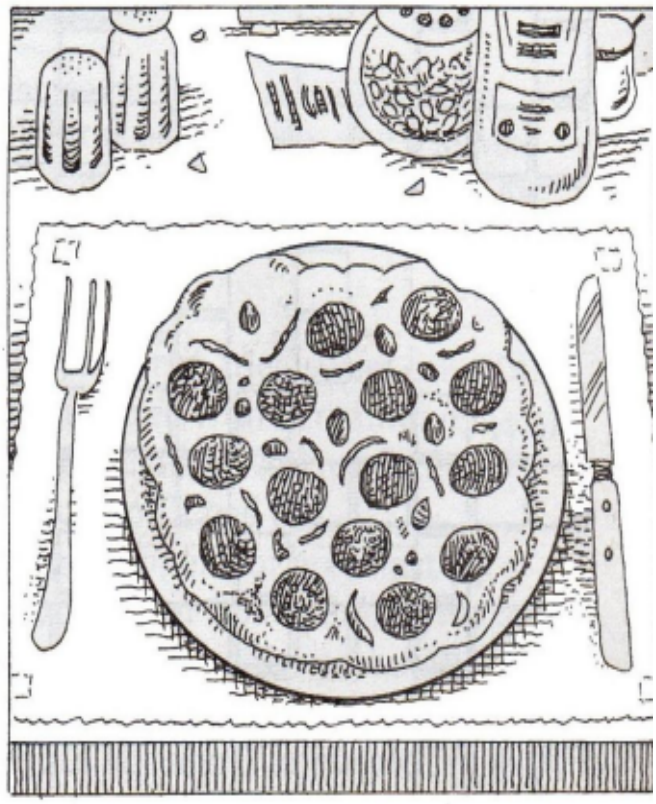

২২ রমাদান

সাদাকাহ

সাদাকাহ হচ্ছে আখিরাতের সঞ্চয়। আমরা অনেক কিছু দিয়েই সাদাকাহ করতে পারি। যেমন: টাকা, জামা কাপড়, খাবার। কারো সাথে হেসে সুন্দর করে কথা বলাটাও সাদাকাহ।

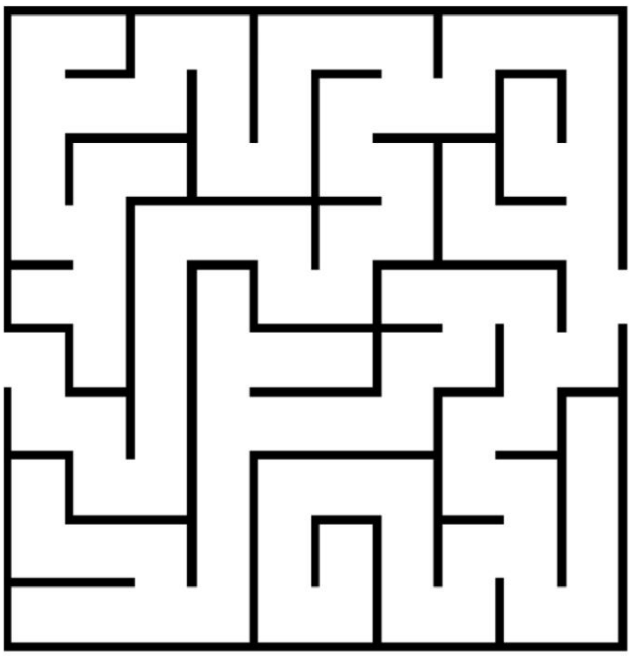

সাদাকার স্থান

আব্দুল্লাহ তার ব্যাগে কিছু জিনিস নিয়ে সাদাকাহ করতে বেরিয়েছে। চলুন গোলক ধাঁধা পেরিয়ে আব্দুল্লাহ কে সাদাকার স্থানে পৌঁছে দিই।

২৩ রমাদান

মুসলিমদের সালাতের জন্য আহ্বান জানাতে আযান দেয়া হয়। ইসলামের সবার প্রথমে আযান দেন বিলাল (رضي الله عنه)। বিলালের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুরেলা এবং মিষ্টি হওয়ায় নবীজী ﷺ প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে বিলাল (رضي الله عنه) কে বেছে নেন। আজানের পরে আমরা সলাত পড়তে মাসজিদে যাই। **নিচের ছবি থেকে মাসজিদে যাওয়ার সঠিক রাস্তা খুঁজে বের করি ও পেন্সিল দিয়ে দাগ দেই** ইন-শা-আল্লাহ।

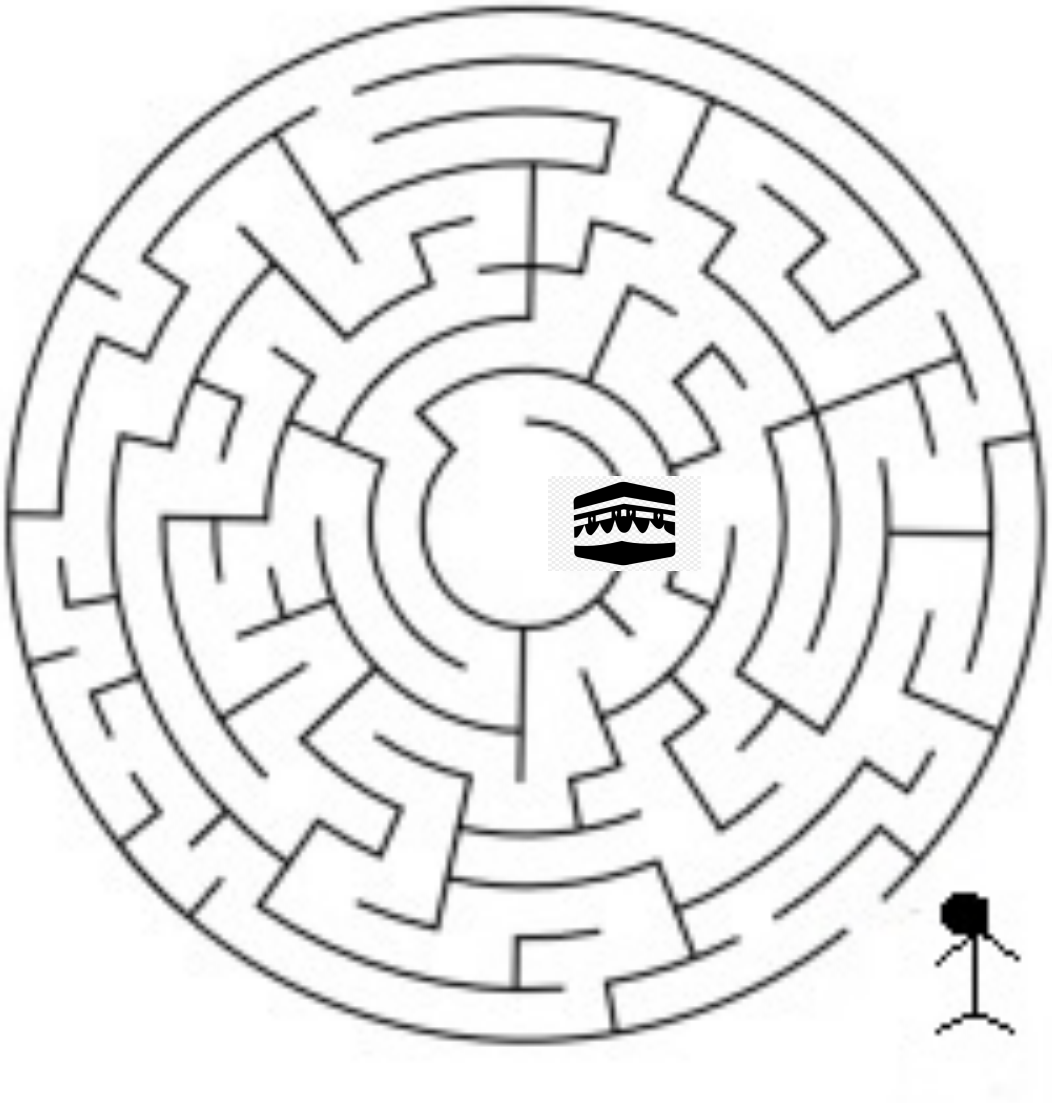

২৪ রমাদান

সিয়াম যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ, সলাতও ইসলামের আরো একটি স্তম্ভ। মুসলিম হিসেবে বড়রা দিনে পাঁচবার সলাত আদায় করেন, রমাদানে সিয়াম পালন করেন। আমরাও বড় হলে ইন-শা-আল্লাহ সলাত আর সিয়াম পালন করব। সাত বছর বয়স থেকে আমরা নিয়মিত সলাত আদায় করব। তার আগে আমরা মাঝে মাঝে শেখার জন্য বাবা-মায়ের সাথে অভ্যাস করতে পারি। **মসজিদটি রং করি। আজ বড়দের সাথে তাদের দেখে দেখে আসরের সলাত আদায় করি।**

২৫ রমাদান

সিয়াম পালনকারীগণ রমাদানে সুবহে সাদিকের আগে যে খাবারটা খায় তাকে সাহরি বলা হয়। রাসুল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও, কারণ এতে বারাকাহ রয়েছে। ছোটদের জন্য সিয়াম ফরজ নয়, তবে কেউ চাইলে এখন থেকেই অভ্যাস করতে পারি। আজ রাতে সাহরি খেয়ে পরের দিন যতক্ষণ পারি সিয়াম পালন করব ইন-শা-আল্লাহ ।

সাহরিতে আপনার পছন্দের খাবারের ছবি একে রং করবেন।

২৬ রমাদান

১) কদরের রাত কোনটি?

উত্তর: রমজানের শেষ ..... টি রাতের যে কোনও একটি।

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি লিখি:

মুহাম্মদ ﷺ | ইকরা | জিবরীল | পড়ো

১। কোন ফেরেশতা কুরআন নিয়ে এলেন? : .....

২। কোন নবির কাছে নিয়ে এলেন? : .....

৩। প্রথম যেই শব্দটি এল : .....

৪। শব্দটির অর্থ : .....

কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মালাইকারা পৃথিবীতে নেমে আসেন। কদরের রাত কোনটি সেটি সঠিকভাবে আমরা জানি না। রমজানের শেষ দশ রাতের যে কোন একটি কদরের রাত হতে পারে।

২৮ রমাদান

ঈদের দিন আমরা আমাদের সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর কাপড়টি পড়ব ইন-শা-আল্লাহ। সেটা কিন্তু নতুন কেনা জরুরি না।

ঈদের দিন যে জামাটি পরবো বলে ঠিক করেছি, নিচের হ্যাংগারে জামাটির ছবি আঁকি।

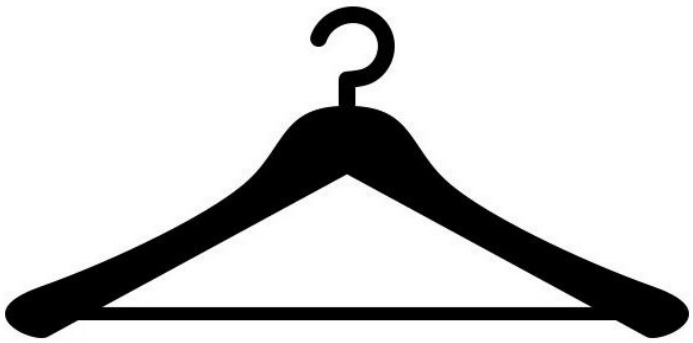

২৯ রমাদান

রমাদান মুসলিমদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। এই মাসে মুসলিমরা মাসব্যাপী সিয়াম পালন করে, রমাদান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল। এই মাসে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করি। রমাদান মাস শেষে নতুন চাঁদ দেখা গেলে শাওয়াল মাস শুরু হয়। শাওয়াল মাসের ১ তারিখ হল ঈদুল ফিতরের দিন। একমাস সিয়াম পালন করার পর মুসলিমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করে। ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে আমরা একে অপরকে বলব, تقبل الله منا ومنكم (তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম)

অর্থ: আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন।

ঈদুল ফিতরের দিন একে অপরকে অভ্যর্থনা জানাতে আমরাও এই দু'আ করবো ইন-শা-আল্লাহ।